প্রাক্‌কথন

আমার এই গবেষণার লক্ষ্য কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকের নির্বাচিত উপকরণের সংগ্রহ ও এতদঞ্চলে লোক সংস্কৃতির বহমান ধারার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ, তৎসহ এই জেলার লোকসংস্কৃতির যথাযথ মূল্যায়ন।

কোচবিহারের ঐতিহ্যশালী লোকসংস্কৃতি কিভাবে এখনও জনজীবনে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করছে বক্ষ্যমান গবেষণা তার পরিচয় দেবে। এই ভাবেই আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির গবেষণার ভিতর দিয়ে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে বঙ্গ সংস্কৃতির আন্তরিক অন্তরঙ্গ পরিচয়।

কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির আঙ্গিক উপাদান ও স্বরূপের শুলুক সন্ধান করতে গিয়ে প্রধানত কোচবিহারের রাজবংশী সমাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করেছি। এছাড়াও জেলায় বসবাসকারী পূর্ববঙ্গীয় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লৌকিক সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার কথা প্রাসঙ্গিক ভাবে আলোচিত হয়েছে।

বক্ষ্যমান আলোচনার **প্রথম পরিচ্ছেদের** ভূমিকায় কোচবিহারের একটি সংক্ষিপ্ত সাধারণ রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। যাতে আছে ভৌগোলিক অবস্থান, জনবিন্যাস, কোচবিহারের সংক্ষিপ্ত রাজ ইতিহাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা, কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও পরিচয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রাজন্য শাসিত কোচবিহারের সাহিত্য চর্চা, লোক সংস্কৃতির যথাযথ সংজ্ঞা নিরূপণ, বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তৃত ভাবে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে কোচবিহারের লোক সাহিত্য - মৌখিক সাহিত্য। যার মূল অনুষঙ্গে আছে লোক গীতি, লোককথা, লোকনাটক, ছড়া, ছিলকা, প্রবাদ-প্রবচন, লোকায়ত মন্ত্র ইত্যাদি মৌখিক সাহিত্য। ক্ষেত্রসমীক্ষায় লোকজীবনের বিভিন্ন স্তরে যেমন - ভাষার, উচ্চারণে বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করেছি তাকে অবিকৃত রেখে যথাস্থানে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে সুবিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে কোচবিহারের বৈচিত্র্যময় লোক দেবতার উৎস, স্বরূপ, মূর্তির আদল, বিবর্তন, হিন্দু - মুসলিম সমন্বিত দেব-দেবী, জেলার লোকজীবনের লোকধর্ম নির্ভর লোকচক্ষুর আড়ালে পূজিত একাধিক দেব-দেবীর সঙ্গে থান পাট ও দেব-দেউলের কথা। থান-পাটের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসেছে লোকবিশ্বাস ও ব্রত ভিত্তিক লোক নৃত্যানুষ্ঠানের প্রসঙ্গও। জেলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আঞ্চলিক এই দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে বর্ণাঢ্য লোক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার সন্ধান করা হয়েছে এই অধ্যায়ে । সঙ্গত ভাবেই এই অধ্যায়টি আমাদের মনোযোগ বেশী দাবী করে। প্রকৃত পক্ষে এই অধ্যায়টি স্বতন্ত্র একটি আলোচনার বিষয়। অধ্যায়ের কলেবর বাড়িয়েও পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া গেছে বলে দাবী করবো না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে জেলার আনুষ্ঠানিক লোকপ্রিয় খেলা, মেলা ও লোকউৎসবের অন্তপরিচয়। কোচবিহারের জন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই আঙ্গিকগুলি কী ভাবে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে কোচবিহারের জনজীবনকে ধরে রেখেছে এক চিরায়ত বিশ্বাসে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রয়েছে কোচবিহারের লোক বিশ্বাস, সংস্কার, লোকাচার, লোকপুরাণ, যেগুলির স্বরূপ সন্ধান করতে গিয়ে দেখেছি কোচবিহারের লোকজীবনের সুগভীর পরিচয় কিভাবে বিচিত্র আঙ্গিকে শতদলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে লোক সংস্কৃতির মাধ্যমে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে জেলার লোকসংস্কৃতিতে লোকশিল্পের গুরুত্ব, আর্থ সামাজিক সমাজ জীবনে তার প্রভাব। স্থানীয় উপকরণে যন্ত্র বর্জিত সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃজনশীল চিন্তায় কি বিচিত্র শিল্প জগৎ সৃষ্টি করে চলেছে জেলার লোকশিল্পীগণ, তার সংক্ষিপ্ত অথচ অনুপুঙ্খ আলোচনা।

অষ্টম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে জেলার লোকসংস্কৃতিতে লোকভাষা বিভাষার প্রসঙ্গ। লোকভাষা সর্বক্ষেত্রেই লোকসংস্কৃতির বাহন। অন্যভাবে বলা যায় এই লোকভাষাই লোকসংস্কৃতির বহু বিচিত্র আঙ্গিককে লোকগ্রাহ্য ও গ্রহণীয় করে তুলেছে। অকৃত্রিম বাহুল্য বর্জিত সহজ সরল এই ভাষা মৌখিক পরম্পরায় আজও বয়ে চলেছে বহতা নদীর মতই এখানে।

নবম পরিচ্ছেদের মূল আলোচ্য বিষয় লৌকিক খেলা-ধূলা। জেলার লোকসংস্কৃতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে এই খেলাধূলাগুলি। ছড়া নির্ভর এই খেলাধূলাগুলি যা আজও জেলার সর্বত্র জনজীবনের প্রত্যেকটি স্তরে সঞ্জীবনী সুধার মত কাজ করে চলেছে। কিছু বিচিত্র লোক খেলা-ধূলা আজ বিলুপ্ত হতেও বসেছে। এরই আন্তরিক পরিচয় বহন করছে এই অধ্যায়টি।

দশম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে কোচ - বিহারের লোক সংস্কৃতির পরম্পরাগত ঐতিহ্যটি কেমন করে বাংলার লোক সংস্কৃতিকে আজও সমৃদ্ধ করে চলেছে তার প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গটি। জেলায় লোক সংস্কৃতি অতীতের মায়ামৃগ নয় - এটি এক বাস্তব জীবন - চর্যা।

কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির কথা যেন অফুরন্ত ভান্ডার। দশটি পরিচ্ছেদে পরিক্রমা করেও মনে হয় যেন অনেক কিছুই বলা হল না। তাই **পরিশিষ্ট** অংশে অত্যন্ত সংক্ষেপে বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। যেমন — খাদ্যাভ্যাস, মৌখিক সাহিত্যের নমুনা, লোকবাদ্যযন্ত্র , জনপ্রিয় মেলার সারণী, জেলার লোক সংস্কৃতি চর্চার কথা, লোক শিক্ষা প্রসঙ্গ, আলোকচিত্রমালা, জেলার মানচিত্রে নদ - নদী ভিত্তিক লোক উৎসব, লোক মেলা, দেব-দেউল, দরগা, লৌকিক দেবদেবীর অবস্থান।

উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির আলোচনায় কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার নাম মাত্র উল্লেখেই সন্তুষ্ট হয়েছেন অনেকে। কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির বহুমুখী ধারার পূর্ণাঙ্গ আলোচনার বিনম্র প্রচেষ্টা এই প্রথম।

এ ব্যাপারে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক লোকসংস্কৃতির অনুরাগী ও অনুসন্ধানী শ্রদ্ধেয় ড. দিগ্বিজয় দে সরকার মহাশয় তাঁর নির্দেশ তত্ত্বাবধান ও বিষয়নিষ্ঠ পরামর্শ দিয়ে যথার্থই আমার পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। তৎসত্ত্বেও আমার অনবধানতা জনিত কিছু ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমি ক্ষমা প্রার্থী।

আমার পরম হিতৈষী ও শুভার্থী লোক সংস্কৃতি অনুরাগী প্রবীণ - নবীন বহু ব্যক্তি প্রত্যক্ষ - পরোক্ষ ভাবে পরামর্শ,

উৎসাহ ও সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে জেলার লোকসংস্কৃতির পথ পরিক্রমায় আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁদের কাছেও ঋণী।

প্রসঙ্গত ঋণ স্বীকার করছি জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ ও লোকশিল্পীদের যাদের কাছে অযাচিত আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছি, তথ্যানুসন্ধানে ও সংগ্রহে পেয়েছি আন্তরিক সহযোগিতা। সম্পূর্ণ অপরিচিত অজানা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও কেউ বিমুখ করেননি অনুসন্ধান কর্মে।

জেলার কৃষ্টি সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানে ক্ষেত্র সমীক্ষার সময় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে স্বেচ্ছায় সঙ্গদানে সহযোগিতা পেয়েছি আমার অসংখ্য ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু, সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের।

আমার এই গবেষণা কর্মে প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য পেয়েছি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের (গবেষণা বিভাগ), উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের, তুফানগঞ্জ মহকুমা রাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ গ্রন্থাগারের, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের, গৌরীপুর রাজবাড়ী সংগ্রহশালার। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

জাতীয় জীবনের ইতিহাস, বিশেষত ঃ সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস তথ্যপঞ্জী মাত্র নয়। এর জন্য প্রয়োজন সাহিত্য সংস্কৃতির স্বরূপ উপলব্ধি এবং নিশ্চিত ভাবেই লোকসংস্কৃতির ইতিহাস অনুসন্ধান। কোচবিহার লোকসংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে এখনও জেগে আছে। এখানকার সমাজ মূলত কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ। এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থা লোকসংস্কৃতির জন্মদাতা ও রক্ষাকর্তা। কোচবিহারের অনগ্রসর জীবন যাত্রায় এই কারণেই লোকসংস্কৃতির বিশেষ ভূমিকাটি অস্বীকার করা যায় না। এখানকার জনজীবনে লোকভাষা, লোকবিশ্বাস, লোকমানসিকতা বিচিত্রভাবে আজও ক্রিয়াশীল। আশা করবো এই অনুসন্ধান আমাদের ভিত্তিমূলকেই নতুন করে পাবার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। বাংলার লোকসংস্কৃতি - সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সামান্য হলেও কিছু - গুরুত্ব রেখে যাবে এই গবেষণা।